আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: পবিত্র কোরআনে বর্ণিত "যাকাত সাদকাহ ও করযে হাসানা"

যাকাত ফরজ। যার উপর যাকাত ফরয তাকে অবশ্যই যাকাত প্রদান করতে হবে, নতুবা আখেরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যাকাত ছাড়াও সাদাকা ও করযে হাসান (উত্তম ঋণ) দেয়ার জন্য পবিত্র কুরআন মাজীদে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। " করযে হাসানকে" তো আল্লাহকে ঋণ দেয়া বলা হয়েছে। মানুষকে ঋণ দেয়া অর্থ আল্লাহকে ঋণ দেয়া, কি সুন্দর আল্লাহর বিধান। জাকাত, সাদাকা ও করযে হাসানা ঠিক ঠাক মতো আদায় করলে সমাজে মুসলিম, অমুসলিম কেউ দারিদ্র থাকতে পারে না দারিদ্র চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

১. যাকাতে ৮ টি খাত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা ৯ তাওবার ৬০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

সাদাকাহ হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সাদাকাহর (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং (দীনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের), আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য) আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা ৯:৬০)

২. সাদাকা ও করযে হাসানা প্রদান করলে বহুগুণ বৃদ্ধি করে প্রতিদান দেয়া হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সূরা ৫৭ হাদীদ আয়াত ১৮:

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা হাদীদ ৫৭:১৮)

৩. (হে নবী) তাদের সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সূরা ৯ তওবাহ আয়াত ১০৩

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

(হে নাবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত কর। (সূরা তাওবা ৯:১০৩)

৪. মৃত্যু আসার পূর্বেই সাদাকা প্রদান করা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মুনাফিকুন ৬৩:১০

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِى إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّـٰلِحِينَ

আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরা মুনাফিকুন ৬৩:১০)

৫. যাদের সাদাকা দেয়ার মতো সম্পদ নেই, শুধুমাত্র শ্রম ছাড়া। এই শ্রম দিয়ে যা কিছু উপার্জন করে তা সাদাকা হিসাবে প্রদান করে। এই সমস্ত গরীব সাদাকা প্রদানকারীদের নিয়ে দোষারোপ ও উপহাসকারী জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সূরা ৯ তাওবা আয়াত ৭৯

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

স্বতঃপ্রবৃদ্ধ হয়ে সাদাকাহ প্রদানকারী মু'মিন এবং যারা নিজ পরিশ্রম থেকে দেয়া ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারেনা তাদের প্রতি যারা দোষারোপ করে/উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে এই উপহাসের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা তাওবা ৯:৭৯)

৬. আল্লাহকে করযে হাসানা দাও।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সূরা ২ বাকারা আয়াত ২৪৫

مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহই (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) কৃচ্ছ বা স্বচ্ছল করে থাকেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা ২:২৪৫)

৭.অভাবী ঋণগ্রহীতাকে যদি সাদাকা দাও (অর্থাৎ ঋণ মাফ করে দাও) সেটা তোমাদের জন্য কল্যানকর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সূরা ২ বাকারা আয়াত ২৮০

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা করবে এবং যদি তোমরা বুঝে থাক তাহলে তোমাদের জন্য দান করাই উত্তম। (সূরা বাকারা ২:২৮০)

৮. প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সূরা ২ বাকারা আয়াত ২৭১

إِن تُبْدُوا۟ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তাহলে তা উৎকৃষ্ট এবং যদি তোমরা তা গোপন কর ও দরিদ্রদেরকে প্রদান কর তাহলে ওটাও তোমাদের জন্য উত্তম, এবং এর দ্বারা তোমাদের কিছু পাপ (এর কালিমা) বিদূরিত হবে; বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষ রূপে খবর রাখেন। (সূরা বাকারা ২:২৭১)

ইয়াতিম দারিদ্র/ মিসকিন/ বঞ্চিত/ সাহায্যপ্রার্থী/ মধ্যবিত্ত গরিব (যারা মানুষের কাছে হাত পাততে লজ্জা বোধ করে) এই ছয় শ্রেণীর মানুষ যাকাত, সাদাকাহ, ও করযে হাসানা পাওয়ার হকদার। প্রকাশ্যে ও দেয়ার অনুমতি রয়েছে, তবে গোপনে দান করা বেশি কল্যানকর কারণ আল্লাহকে খুশি করার জন্যই তো দান করা হচ্ছে, তিনি তো মনের খবর রাখেন। আল্লাহ আমাদের যাকাত ও বেশি বেশি সাদাকা ও করযে হাসানা দেয়ার তৌফিক দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/